২৩-১১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই সবার প্রতি কর্ম-কর্তব্য ও দ্বায়-দ্বায়িত্ব পুরোপুরি ভাবেই পূরণ করতে হবে তোমাদের। মাত্র একবারই এই বেহদের সন্ন্যাস নিয়ে ২১-জন্মের প্রালব্ধ বানিয়ে নিতে হবে

প্রশ্ন :- চলতে-ফিরতে কি এমন কথা মনে রাখতে হয়, যার ফলে তোমরা সদা ঈশ্বরীয় (তীর্থ) যাত্রায় থাকতে পারো ?

উত্তর :- চলতে-ফিরতে স্মরণে রাখতে হবে যে, এখানে তুমি কেবলমাত্র কর্ম-কর্তব্য পালনকারী একজন অভিনেতা মাত্র। আর এখন যে ঘরে ফেরার পালা। তাই বাবা তা স্মরণ করাচ্ছেন। বাবা স্বয়ং বলছেন- বাচ্চারা, তোমাদের আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। অতএব এই স্মৃতিতে থেকেই মনমনাভব ও মধ্যাজী হও। এটা তোমাদের ঈশ্বরীয় তীর্থযাত্রা, যা কেবল এই বাবা-ই তোমাদের শিখিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন :- সদগতির লক্ষণগুলি কি কি ?

উত্তর :- সর্বগুণ সম্পন্ন ও ১৬ কলা সম্পূর্ণ ..... এই মহিমাই সদগতির লক্ষণ। যা বাবার দ্বারা তোমরা পেয়ে থাকো।

গীত :- ওরে আমার মন, আর একটু
. ধৈর্য ধর্। তোর্ সুখের দিন
. এবার এলো বলে।

ওম্ শান্তি! যে যতটা উন্নত পুরুষার্থী, সেই ক্রমানুসারে তারা জানতে পারে নাটক এখন প্রায় শেষের পর্যায়ে। এই চরম দুঃখ-কষ্টের অবসান হতে আর অল্প দিনই বাকী আছে। এরপরেই কেবল সদাকালের সুখ আর সুখের দিন আসছে। সেই সুখকে জানতে পারলে তখনই বোঝা যায় বর্তমানের এই দুনিয়াটা কী প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্টের। যা দুই-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আর সেই সুখ-প্রাপ্তির লক্ষ্যেই তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো অর্থাৎ বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলছো। অন্যদেরও তা বোঝানোও খুব সহজ। অতএব তাদেরও এখন বাবার কাছে যাওয়া উচিত। বাবা স্বয়ং এখন এই ধরায় এসেছেন, বাচ্চাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। তাই সংসার-গৃহস্থালীর কর্ম-কর্তব্যের মধ্যে থেকেও নিজেকে যেমন পদ্মফুলের মতন পবিত্র রাখতে হবে, তেমনি সামাজিক সব দায়-দ্বায়িত্বও পালন করতে হবে। আর তাতে যদি সাংসারিক দায়-দ্বায়িত্ব পালন না করো, তবে তো তোমরাও সেই সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতনই হয়ে গেলে। যে সন্ন্যাসীরা সামাজিক দায়-দ্বায়িত্ব পালন করে না, তাদেরকে নিবৃত্তি-মার্গের অথবা হঠযোগী সন্ন্যাসী বলা হয়। স্বয়ং ভগবান এখন তোমাদেরকে এই রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন, যা বি. কে.-রা সরাসরি ওনার কাছ থেকেই শিখছেন। ভারতের ধর্মশাস্ত্র হলো গীতা। যা অন্যদের ধর্ম-শাস্ত্রে যাই থাকুক না কেন - তার সাথে গীতার কোনও সম্পর্কই নেই। জগতের সন্ন্যাসীরা তো সাংসারিক প্রবৃত্তি মার্গের নয়। তারা হঠযোগী, ঘর-সংসার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকে। তাই জন্মে জন্মে তাদেরকে সেই সন্ন্যাস-ধর্মই নিতে হয়। কিন্তু তোমরা

(বি.কে.-রা) সংসার-গৃহস্থালী ব্যবহারে থেকেও এক জন্ম প্রবৃত্তি-মার্গী সন্ন্যাসী হলেই ফলস্বরূপ ২১ জন্মের প্রালব্ধ পাও। তাদের সন্ন্যাস হলো জাগতিক সন্ন্যাস আর তোমাদের সন্ন্যাস হচ্ছে অসীম বেহদের সন্ন্যাস। তোমাদের এই রাজযোগ খুবই প্রসিদ্ধ। যেহেতু স্বয়ং ভগবান তোমাদের তা শেখান। কেবলমাত্র ভগবানকেই তো উচ্চ থেকে অতি উচ্চ অর্থাৎ সর্বোচ্চ বলা হয়। অতএব কৃষ্ণকে ভগবান বলা চলে না। এছাড়া ভগবান অর্থাৎ বেহদের বাবা তো নিরাকার। যিনি তার বাচ্চাদেরকে বেহদের বাদশাহী প্রদান করতে পারেন। এখানে সংসার বা গৃহস্থালীর ব্যাপারগুলিকে ঘৃণা বা অগ্রাহ্য করা যায় না। তাই বাবা জানাচ্ছেন, এই অন্তিম জন্মে সংসার-গৃহস্থে থেকেও অবশ্যই পবিত্র হও। জগতের সন্ন্যাসীরা কিন্তু নিজেদেরকে কেউ পতিত-পাবন বলতে পারে না। যদিও তারাও পবিত্র দুনিয়া আশা করে। সেই একই দুনিয়া-যার জন্য তারাও এই পতিত-পাবন বাবাকে এত ভাবে স্মরণ করতে থাকে। অথচ তারা সংসার-গৃহস্থালীর মধ্যে থাকে না আদৌ। এমন কি তারা দেবতাদের অস্তিত্বকেও স্বীকার করে না। জগতের সন্ন্যাসীরা কারওকে রাজযোগ শেখাতেও পারে না। আবার এই (ব্রহ্মা) বাবাও হঠযোগ শেখাতে পারেন না। এই ব্যাপারগুলিকেই তো বুদ্ধি-সহযোগে বুঝতে হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লীতে ওর্য়াল্ড কনফারেন্স (বিশ্ব-সভা) অনুষ্ঠিত হবে। এইসব বিষয়-বস্তুগুলিকেই সেখানে ভাল করে সবাইকে বোঝাতে হবে। আর সাথে ছাপানো কিছু লেখাও দিতে হবে তাদেরকে। তবেই তারা বেশ ভালভাবে বুঝতে পারবে সবকিছু। তোমরা বি.কে.-রাই হলে ব্রাহ্মণকূলের উঁচু থেকে উঁচু ব্রাহ্মণ। বাকী অন্যেরা তো শূদ্রকূলের। একমাত্র বি.কে.-রাই আস্তিক। অন্যরা হলো নাস্তিক। প্রকৃত অর্থে তারা তো ঈশ্বরকেই জানে না। যেখানে তোমরা বি.কে.-রা ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখো। সেখানে তাদের সাথে মতভেদ তো থাকবেই। শিববাবা স্বয়ং এসে তোমাদের নাস্তিক থেকে আস্তিক বানান। বাবার সন্তান হবার ফলে বাবার সম্পদ আশীর্বাদী-বর্সাও পাও তোমরা। এটাই তোমাদের সুন্দর কৌশল (চালাকি)। সর্বাগ্রে তোমাদের বুদ্ধিতে এই ভিত পাকাপোক্ত করতে হবে যে, গীতার প্রকৃত ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা। যিঁনি (প্রতি কল্পেই) আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। ভারতের প্রধান ধর্মই হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। কিন্তু ভারতবাসীরা এখন তাদের নিজস্ব ধর্মকেই ভুলে গেছে। অবশ্য এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে নিজেদের ধর্মকেই ভারতবাসীরা ভুলেই যায়। তাই তো বাবা এসে আবার তা স্থাপন করেন। তা না হলে বাবার আবার আসার প্রয়োজনই পড়তো না। বাবাও স্বয়ং তা বলেন- "যখন যখন দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ পায়, তখন তো আমাকে আবার আসতেই হয় এই দুনিয়াতেই। আর এই প্রায় লোপ পাওয়াটাও অবশ্যই ঘটে থাকে।" যেমন লোকেরা বলে যে, এক পা খোঁড়া ষাঁড় বাকী তিন পায়েই দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু সেই ষাঁড় তখন আর কোনও কাজেরই নয়। তেমনি প্রধান ধর্মও চারটি। সেই চার-পা ওয়ালা ধর্মের, দেবতা ধর্মের পা-টাই যে খোঁড়া হয়ে আছে এখন। অর্থাৎ দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই তো বাবা বিশাল বট-বৃক্ষের উদাহরণ দিয়ে বলেন, আদি মূল শিকড়টাই যে পচে বিনষ্ট হয়ে ডাল-পালার উপরেই বর্তমানের গাছ দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি ধর্মেরও মূল শিকড় দেবতা ধর্ম যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। কিন্তু তার বদলে কত অনেক মঠ-মন্দির ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। এই সব আলোচনায় তোমদের বুদ্ধিকে এখন জ্ঞানের আলো এনে দিয়েছে।

বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা এই এই অবিনাশী ড্রামার রহস্যগুলিকে জানতে পেরেছো যে এই কল্প-বৃক্ষ এখন কত পুরোনো হয়ে গিয়েছে। কলিযুগের পর আবার সত্যযুগের আগমন তো হবেই

হবে। ড্রামার পটচিত্র তো অবিরত চক্রাকারে ঘুরতেই থাকে। অতএব বুদ্ধিতে এটা থাকা আবশ্যক যে, নাটক এখন একেবারেই শেষের পর্যায়ে। তোমাদেরকেও আপন ঘরে ফিরে যেতে হবে। তাই চলতে-ফিরতে, যাবতীয় কাজ করতে করতেই ঘরে ফিরে যাবার কথাও অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। এই কথার অর্থই : মনমনাভব (পরমধাম), মধ্যাজীভব (বিষ্ণু স্বরূপ ধারণ)। যে কোনও বড় সভাতে ভাষণ করার সময় বোঝাতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এসে বার বার বলছেন- ওহে বাচ্চারা, দেহ সহিত দেহের সর্বপ্রকার ধর্মকেই ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করলে তবেই তোমাদের পাপগুলি দগ্ধ হয়ে ভস্মে পরিণত হবে। আর এই কারণেই বাবা স্বয়ং এসে এই রাজযোগের শিক্ষা দেন। ঘর-সংসারে গৃহস্থ ব্যাবহারের মধ্যে থেকেই নিজেদেরকে পদ্ম-ফুলের মতন পবিত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পবিত্র থেকে জ্ঞানকে ধারণ করতে হবে। দুনিয়ার সবাই এখন দুর্গতির বিপাকে। কিন্তু সত্যযুগে দেবতারা সদগতিতে থাকে। এই সময়কালেই বাবা এসে আবার সেই সদগতি করায়। সদগতির লক্ষ্যণ সর্বগুণ সম্পন্ন ও ১৬ কলা সম্পূর্ণ। কিন্তু এই লক্ষ্যণগুলি দেন কে ? --বাবা। আর সেই বাবার লক্ষ্যণগুলি কি ? --এই বাবা হলেন স্বয়ং জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর ..... । ওঁনার গুণ ও মহিমা সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। আবার এমনও কিন্তু নয় বাবা ও বাচ্চারা সবাই সমান। কারণ বাবা পরমাত্মা কেবল একজনই, আর তোমরা আত্মারা সবাই ওনারই সন্তান।

এখন আবার নতুন ভাবে সৃষ্টির ভিত রচনা হচ্ছে। বাচ্চারা তোমরা বি.কে.-রা সবাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। কিন্তু অন্য লোকেরা তার মর্মার্থ বুঝতেই পারবে না। এই ব্রাহ্মণ বর্ণই সবার থেকে উচ্চ বর্ণের। যা কেবল ভারতেই দেখা যায়। ৮৪-জন্মের ভাগ্য লাভের জন্য এই ব্রাহ্মণ ধর্মতে পাস হতে হয়। আর এই ব্রাহ্মণ ধর্মের সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই। আচ্ছা, সাইলেন্স (নির্বাক) দুনিয়াও তো খুব সুন্দর। তোমাদের প্রত্যেকের গলায় সেই মালাও তো পরানোই আছে। এরকমের এক রাণীর কাহিনীও আছে। তাই তোমাদেরও এখন নিজেদের প্রকৃত ঘর সেই শান্তিধামকে খুব বেশী করে মনে পড়ে যায়। সবাই তো চায় সেই শান্তিধামেই ফিরে যেতে, কিন্তু সেই দিশা দেখাবে কে ? শান্তির সাগর বাবা ছাড়া আর কেউ-ই তো সেই দিশা দেখাতে পারবে না। তাই তো বাবার এত মহিমা। শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর ....., যিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, -যা অন্য সবার থেকে দিন-রাতের তফাৎ। যেমন কৃষ্ণকে মনুষ্য সৃষ্টি রচনার বীজরূপ বলা যায় না। তেমনি এই বাবার মহিমাও সবার থেকে আলাদা। কিন্তু বাবাকে সর্বব্যাপী বললেই, সেই মহিমা আর থাকে না। আবার এমনও হতে পারে না যে, পরমাত্মা নিজে বসে নিজেরই পূজা করবে। যেহেতু পরমাত্মা সর্বদা সবক্ষেত্রেই কেবলমাত্র পূজ্য স্বরূপই। তাই উনি কখনই কোনওমতেই পূজারী হতে পারেন না। কিন্তু উপর থেকে যে সব আত্মারা নেমে আসে, তারা অবশ্য পূজ্য থেকে পূজারী হতে পারে। এ ধরণের পয়েন্টস্ তো অনেক আছে। যেমন দেখো, এখানে আসে তো অনেকেই, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকেই লোকেরা মনে রাখে। যেহেতু তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে অনেক উঁচুতে। প্রজা তো অনেকই হতে থাকবে, কিন্তু লক্ষ-কোটির মধ্যে হয়ত বা কেউ বাবার গলার মালাতে পুঁতি হিসাবে গ্রথিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ নারদের কথা ধরা যেতে পারে ..... যা নারায়ণ নারদকে বলেছিলেন, "তুমি আগে তোমার নিজের চেহারা তো দেখো, লক্ষ্মীর উপযুক্ত হয়েছ কি না ? সামান্য রাজাও যে হতে পারবে না। যেখানে এক রাজার অনেক প্রজা থাকে। উচ্চ পদের উপযুক্ত হবার জন্য যথেষ্ট পুরুষার্থ করা প্রয়োজন।" রাজাদের মধ্যেও তো কেউ ছোট, কেউ বড় মানের হয়ে থাকে। ভারতেই তো কত অসংখ্য রাজা। কত রাজার রাজত্ব আবার পরম্পরায় চলতেই থাকে।

সত্যযুগেও অনেক রাজার সমাবেশ। তাদের মধ্যে আবার মহারাজাও থাকে। মহারাজাদের আবার রাজকুমার-রাজকুমারীরাও থাকে। তাদের কাছেও বহু ধন-সম্পত্তি থাকে। কিন্তু সেই তুলনায় সাধারণ রাজাদের কাছে যথেষ্ট কম ধন-সম্পদই থাকে। বর্তমান সময়টা প্রজাদের দ্বারা পরিচালিত প্রজাদের রাজ্য। এখন আবার রাজধানী স্থাপনার কাজ চলছে। এই জ্ঞানের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন উন্নত রাজা-রাণী হওয়া যায়। আর তোমাদের পুরুষার্থের লক্ষ্যও তাই হওয়া উচিত। বাবা যখন জানতে চান- বাচ্চারা, তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের পদ পাবে না কি রাম-সীতার ? তখন সবাই একস্বরে বলতে থাকো- লক্ষ্মী-নারায়ণ। অতএব বাবার থেকে সম্পূর্ণ রূপে আশীর্বাদী-বর্সা অবশ্যই নেবে।

এই ঈশ্বরীয় পাঠশালায় সব কিছুই এমন আশ্চর্যের, যা আর অন্য কোথাও নেই। এমন কি এখানে কোনও শাস্ত্র-পুঁথিও নেই। জ্ঞানের এই পাঠে এখন নিশ্চয় তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, চলতে ফিরতে নিজেকে কেবলমাত্র অভিনয়কারী ভাববে। সর্বদাই মনে রাখতে হবে, এখন তোমাদের আপন ঘরে ফেরার পালা। একথাই সর্বদা মনে রাখাকেই বলা হয় মনমনাভব ও মধ্যাজীভব। তাই বাবা বারে বারে তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে বলেন- "বাচ্চারা, তোমাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই তো এসেছি।" তোমাদের এই যোগের তীর্থযাত্রা ঈশ্বরীয় তীর্থযাত্রা। যা একমাত্র এই বাবা ছাড়া অন্য আর কেউ শেখাতে পারে না। ঠিক তেমনই ভারতেরও মহিমা করা উচিত। একমাত্র এই ভারতই সেই পুন্যভূমি। যেখানে সবার দুঃখ-হর্তা, সুখ-কর্তা সবার সদগতিদাতা শিববাবার জন্মভূমি। একমাত্র এই বাবা-ই সবার মুক্তিদাতা। তাই তো এই ভারতভূমি মহান থেকেও অতি মহান তীর্থস্থান। যদিও বেশীর ভাগ ভারতবাসীই শিবের মন্দিরেই বেশী যায়, কিন্তু যার মন্দিরে তারা যায় সেই বাবাকেই তো তারা প্রকৃত অর্থে জানে না। অথচ গান্ধীজীকে তারা জানে। গান্ধীজী সম্বন্ধে তাদের মনে যথেষ্ট ভাল ধারণাও। তাই গান্ধীজীর স্মৃতিতে তারা ফুলও চড়ায়, লাখ-লাখ টাকা খরচও করে। যেহেতু এই সময়কালটা তাদেরই রাজত্বের কাল -তাই যা মনে আসে তাই তারা করতে পারে। বাবা স্বয়ং এখানে বসে গুপ্তরূপে ধর্মের স্থাপনা করছেন। এই ভারত-খণ্ডেই পূর্বে দেবতাদের রাজত্ব ছিল। কিন্তু লোকেরা দেখিয়ে থাকে, অসুরদের সাথে দেবতাদের লড়াই-যুদ্ধ। আসল ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। এখানেই যুদ্ধের ময়দানে মায়ার উপর জিত পেতে হয়। সর্বশক্তিমান বাবার ভরসায় থাকলে বাবাই সেই বিজয়মালা পড়িয়ে দেন। কৃষ্ণকে কিন্তু সর্বশক্তিমান বলা যায় না। এই বাবা-ই তোমাদেরকে রাবণ রাজ্য থেকে বন্ধন মুক্ত করে রামরাজ্য স্থাপন করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করে দেন। কিন্তু এসব যুদ্ধ প্রচলিত কোনও যুদ্ধ নয়। (নিজের আসুরী সংস্কারের সাথেই নিজের লড়াই)

কৃষ্ণকে কোনও হিসাবেই সর্বশক্তিমান বলা চলে না। যেমন আজকাল দেখতে পাচ্ছো, মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টানরাই সব চাইতে শক্তিমান। যেহেতু তারা অন্য সব জাতিদের হারিয়ে দিয়ে বিজয়মালার অধিকার নিতে পারে। কিন্তু তারাই যে সব যুগে সর্বদাই বিশ্বের মালিক হবে, এমন কোনও নিয়ম নেই। এইসব রহস্যের ব্যাপারগুলি কেবল তোমরাই জানতে পারো। বর্তমান সময়ে তোমাদের রাজধানী খ্রীষ্টানদের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। তা না হলে তাদের সংখ্যা সবথেকে কম হওয়া উচিত, যেহেতু খ্রীষ্টান আত্মারাই সবচাইতে দেরীতে আসে এই দুনিয়ায়। তবুও অন্য তিনটে ধর্ম থেকে খ্রীষ্টানেরা অনেক বেশী তেজবান, তাই তারা অন্যদেরকেও আয়ত্বে রাখতে পারে। অবিনাশী নাটকের চিত্রপটও এই ভাবেই রচিত। এই খ্রীষ্টানদের থেকেই তোমরা আবার তোমাদের রাজধানী ফিরে পাও।

যেমন গল্প আছে না, দুই বাঁদরের ঝগড়ার মাঝে তৃতীয় কেউ সেই মাখন খেয়ে নেয়। ঠিক তেমনই তারা নিজেদের মধ্যে যখন ঝগড়া-ঝাঁটিতে ব্যস্ত, সেই সময়ে ভারতবাসীরাই স্বাধীনতার মাখনটা পেয়ে গেল। যদিও এই কাহিনী যদকিঞ্চিত, তবুও এর অর্থ অনেক বিশাল! মানুষেরা অভিনয়কারী হওয়া সত্ত্বেও, এই নাটককেই তারা জানে না। আর এই জ্ঞানকে জানে না বলেই তারা আজ এত গরীব। ধন-সম্পদে ধনী ব্যক্তিরা, তারা তো নাটককে একদমই কিছু বোঝে না। তাই তো তোমাদের বাবাকে বলা হয় দীনবন্ধু-কৃপাসিন্ধু, পতিত-পাবন বাবা। যিনি স্বয়ং এখন প্রত্যক্ষ হয়ে ওনার নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করে যাচ্ছেন। এসব বড় বড় সভাগুলিতে বোঝাতে হবে তোমাদের। বাবার বিবেক বলছে, তাতেই ধীরে-ধীরে অদূর ভবিষ্যতে লোকেরা তোমাদের প্রতি বাহ্ বাহ্ করতে থাকবে। তখনই যবনিকার ঘন্টা বেজে উঠবে। বাচ্চারা, এখন তো তোমাদের উপর গ্রহের দশা বসে আছে। তোমাদের দিশাও তত স্পষ্ট নয়। তাই লাগাতর অনেক বিঘ্নের মোকাবিলাও করতে হয় তোমাদেরকে। এরই মধ্যে তোমরা যে যত পুরুষার্থ করতে পারবে, আগামীতে সে ততই উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। পাণ্ডবরা তো তিন-গজ জমিও পায়নি এই ধরার পৃথিবীতে- সেই কাহিনীর এই ঘটনা তো বর্তমান যে সময় চলছে সেই সময়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটা কারও জানা নেই যে, সেই পাণ্ডবেরাই (বি.কে.-রা) আবার সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে চলেছে। বাস্তব জ্ঞানে কেবল তোমরা বাচ্চারাই এখন তা জানতে পারছো। তাই তো তোমাদের আর কোনও আফশোস নাই। গত কল্পেও ঠিক একই ভাবে এমনটি ঘটেছিল। সুতরাং সতর্কতার সাথে নিজেকে ড্রামার কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমান্তরাল হয়ে চলতে হবে, নাড়া-চাড়া অর্থাৎ এদিক-ওদিক হওয়া চলবে না মোটেই। যেহেতু, বর্তমান সময়টা এই বিশ্ব-নাটকের শেষ দৃশ্য এবং তোমাদেরও সুখধামে ফেরার সময়। অতএব জ্ঞানের পাঠ এইভাবে পড়তে হবে যাতে উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারো। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি ঈশ্বরীয় সন্তানদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা এবং সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা স্বয়ং নমস্কার জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনও বিষয়েই আফশোস করবে না। নিজের বুদ্ধির লাইনকে সর্বদা পরিস্কার রাখতে হবে। গ্রহ প্রকোপের কুলক্ষণ থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখতে হবে।

২) গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই দায়-দ্বায়িত্ব, কর্ম-কর্তব্য করে যেতে হবে। কারওকে ঘৃণা করবে না। পদ্মফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। স্বয়ং আস্তিক হয়ে অন্যদেরকেও আস্তিক বানাবার সেবা করতে হবে।

বরদান:- স্বরাজ্যের সাথে সাথে বেহদের বৈরাগ্য-বৃত্তিকে ধারণ করে প্রকৃত রাজঋষি হও

বিস্তার :- একদিকে রাজ্য অপর দিকে ঋষি অর্থাৎ বেহদের বৈরাগী। এই ধরণের রাজঋষিদের বলা হয় - নিজের, অপরের, বস্তুর প্রতি কোনও-প্রকারেরই আকর্ষণ থাকে না, যেহেতু স্বরাজ্য অধিকারী হওয়ায় মন-বুদ্ধি-সংস্কার সবকিছুই নিজের বশে থাকে আর তার সাথে বৈরাগ্য থাকাতে পুরানো দুনিয়ার কোনও কিছুরই প্রতি সামান্যতমও আকর্ষণ আসতে পারে না। এই কারণে নিজেকে রাজঋষি ভাবা অর্থাৎ রাজা ভাবের সাথে সাথে বেহদের বৈরাগী হওয়া।

স্লোগান :- প্রকৃত বুদ্ধিমান সে, যে অন্য সব আধার থেকে বিচ্যুত হবার পূর্বেই, বাবাকেই নিজের আধার বানিয়ে নেয়।

. :: মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য ::
~~~~~~~~~~~~~~`~~~~~~~~~~

"তুম মাত-পিতা হাম বালক তেরে, তুম্হারী কৃপা সে সুখ ঘনেরে।" (গুরুগ্রন্থ সাহেব) -(এর মর্মার্থ এই : শিববাবা নিজের বাচ্চাদের জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে, বাচ্চাদের প্রতি কৃপা করছেন। অতএব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কর্তব্য হলো, মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে নিজেরাই নিজেদরকে সৌভাগ্যশালী বানাবে।)
মাতেশ্বরী: সুতরাং এই মহিমা কার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে ? অবশ্যই তা পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করেই। যেহেতু পরমাত্মা স্বয়ং মাতা-পিতা রূপে সৃষ্টিতে এসে এই সৃষ্টিকে অপার সুখে ভরিয়ে তোলেন। পূর্বেও অবশ্যই কখনও পরমাত্মা এমন সুখের সৃষ্টি রচনা করে থাকবেন, তবেই তো ওনাকে মাতা-পিতা বলে সম্বোধন করে এইভাবে ডাকা হয়। কিন্তু এই জগতের মানুষদের তা জানা নেই যে সেই সুখের ধরণটা কি ধরণের। এই সৃষ্টি জগতে যখন অপার সুখ ছিল, তখন সেখানে ছিল শান্তি, কিন্তু এখন সেই সুখ-শান্তি আর নেই। কিন্তু মানুষের মনে সেই চাহিদা অবশ্যই জাগে, তেমন সুখ-শান্তি পাবার জন্য। যার জন্য মানুষ কখনও ধন-সম্পত্তি চায়, কেউ বা সন্তান-সন্ততি চায়, কেউ বা আবার পবিত্র নারী হতে চায়, যেখানে তার স্বামী তখনও জীবিত, তাই সে বিধবাও হতে চায় না, কিন্তু এসব চাহিদা তো তাদের সুখেরই জন্য - তাই না ? সুতরাং পরমাত্মা কখনও না কখনও তাদের সেই চাহিদা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এই কারণেই, সত্যযুগ অর্থাৎ স্বর্ণযুগে, পৃথিবীতে যখন স্বর্গ-রাজ্য, সেখানে সদাকালের সুখ বিরাজ করে। যেখানে নারীরা কখনই বিধবা হয় না। এইভাবে তাদের সেই আশা পূর্ণ হয় সত্যযুগে, যেখানে অপার সুখ-শান্তি। কিন্তু বর্তমানের এই সময়টা তো কালিমাময় কলিযুগ। এই সময়ে মানুষেরা কেবল দুঃখই ভোগ করে। কিন্তু যখন সেই দুঃখের চরমে অতি দুঃখ-ভোগে ভুগতে থাকে, তখন বাধ্য হয়েই বলে, প্রভুর যা ইচ্ছা, তাকে তো সহজ ভাবে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু যখন পরমাত্মা স্বয়ং এসে আমাদের কর্মফলের সমস্ত হিসেব-নিকেষ চুকিয়ে দেন, তখনই তার উদ্দেশ্যে বলি, তুমিই আমাদের মাতা-পিতা। আচ্ছা ! ওঁম্ শান্তি !
~~~~~~~~~~~~~~